Bangladesh Civil Society for Migrants

৩০ মে ২০২০

‘সাম্প্রতিক লিবিয়ায় ২৬ বাংলাদেশী হত্যায় বিসিএসএম এর প্রেস রিলিজ’

নিম্নলিখিত বিবৃতিটি অভিবাসীর অধিকার রক্ষায় কর্মরত ১৯ প্রতিষ্ঠানের জাতীয় পর্যায়ের মোর্চা, বাংলাদেশ সিভিল সোসাইটি ফর মাইগ্রেন্টস (বিসিএসএম) কর্তৃক প্রদত্ত।

‘লিবিয়ার মিজদা অঞ্চলে ২৬ জন বাংলাদেশী হত্যার ঘটনায় বাংলাদেশ সিভিল সোসাইটি ফর মাইগ্রেন্টস (বিসিএসএম) গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। সন্দেহভাজন খুনিদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করায় আমরা, বিসিএসএম- এর সদস্যগণ ত্রিপলি সরকারকে সাধুবাদ জানাই। আমরা আরও ধন্যবাদ জানাই লিবিয়ায় অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়া মাত্রই নিহতদের মৃতদেহ এবং আহতদের দেশে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণের জন্য।

গভীর অনুতাপের সাথে লক্ষ করছি যে, দীর্ঘ সময় ধরে আন্তর্জাতিক মানব পাচারকারী, মানব চোরাকারবারকারী এবং তাদের বাংলাদেশী সহযোগীরা উত্তর আফ্রিকার উপকূল দিয়ে ইউরোপে অভিবাসন প্রত্যাশীদের পাচার করছে। কোভিডের কারণে মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থানরত অভিবাসীরা যারা দেশে ফেরত পাঠানোর ভয়ে আছেন তারা এসব পাচারকারীদের সাম্প্রতিক লক্ষ্য।

ত্রিপলির উপকূল দিয়ে বিপদসংকুল এদের ডিঙ্গি নৌকায় করে ইউরোপে পাচার করা হয়। গত কয়েক মাসে ৭০০ এর অধিক বাংলাদেশীরা লিবিয়ার কোস্ট গার্ডের হাতে ধরা পড়ে এবং তাদেরকে ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখা হয়। এই ক্যাম্পগুলোতে তারা বিভিন্ন ধরনের নিগ্রহের শিকার হয়।

মানবপাচার এবং মানব চোরাকারবার অত্যন্ত জটিল বিষয় এবং এই সমস্যা সমাধানের জন্য শ্রমবাজারের চাহিদা ও যোগানের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে শক্তিশালী ও সুসংহত আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ প্রয়োজন। একই সঙ্গে আমরা মনে করি কিছু পদক্ষেপ বাংলাদেশের ভেতরে এখনই নেয়া প্রয়োজন।

মানবপাচারকারীরা ইউরোপে অভিবাসন প্রত্যাশীদের যাত্রায় বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ থেকে আকাশপথ ব্যবহার করে থাকে। এ বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিশেষ করে ইমিগ্রেশন পুলিশসহ অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বিশেষ নজরদারি এবং দায়বদ্ধতার প্রয়োজন রয়েছে। যারা উত্তর আফ্রিকার দেশগুলোতে টুরিস্ট ভিসা নিয়ে যাবেন এবং যাদের বিদেশ যাত্রার পূর্বের কোন প্রমাণ নেই, তাদের বহির্গমন প্রক্রিয়ার সময় পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত সম্পন্ন করতে হবে। অতীতে যারা উত্তর আফ্রিকা হয়ে ইউরোপে যাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন, ধরা পরেছেন এবং পরবর্তীতে দেশে ফিরে এসেছেন তাদের সহায়তাকারী অসাধু রিক্রুটিং অথবা ট্রাভেল এজেন্সি এবং দালালদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের অধীনে জোরালো ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে আহ্বান করছি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর পক্ষ থেকে মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২ অমান্যকারী অপরাধীদের বিরুদ্ধে কার্যকর

পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সরকারের জেলা আইন সহায়তা প্রদানকারী সেলকে নাগরিক সমাজের সহযোগিতা নিয়ে ভুক্তভুগিদের আইনি সহায়তা নিশ্চিত করতে হবে। একই সাথে আমরা লিবিয়ার কোস্ট গার্ড কর্তৃক আটককৃত বাংলাদেশী অভিবাসী যারা আটকাবস্থায় নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন, তাদের যোগাযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠা হলে দেশে প্রত্যাবর্তনের দাবি জানাচ্ছি।'

মূল সুপারিশমালাঃ

১. বিমান চলাচল শুরু হলে ডিটেনশন ক্যাম্পে আটক বাংলাদেশীদের দ্রুত ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা নিতে হবে।

২. দোষী ব্যাক্তিদের শাস্তি নিশ্চিত করতে লিবিয়ার সরকারের প্রতি বাংলাদেশ দূতাবাসের জোর তৎপরতা অব্যহত রাখতে হবে।

৩. পর্যটন ভিসা নিয়ে উত্তর আফ্রিকাতে যারা যাচ্ছেন, তাদের বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের নিয়মাবলী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে স্থির করতে হবে।

৪. ২০১২ মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইনের অধীনে বিচারাধীন মামলার দীর্ঘসূত্রিতা কমাতে হবে।

৫. উদ্ধারকৃত অভিবাসীদের আইনি সহায়তা নিশ্চিত করতে হবে।

৬. লিবিয়ার ডিটেনশন ক্যাম্প থেকে ফেরত আসা অভিবাসীদের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে দোষী দালাল, ট্রাভেল এজেন্সি এবং অসাধু রিক্রুটিং এজেন্সিদের বিরুদ্ধে ২০১৩ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইনের অধীনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ফৌজদারি মামলা দায়ের করতে হবে।